গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৭৬.১৯-৯৮

তারিখঃ ০৩ ফাল্গুন ১৪২৬ / ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-৬৩৫৪/১৪ মামলায় ১৩.১১.১৪ তারিখের রায়/নির্দেশনা অনুযায়ী এবং আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বকেয়া প্রদানের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট মতামতের আলোকে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ভড়ৃয়াপাড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট এর শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে ০৬.০৫.২০১০ হতে মে/১৭ পর্যন্ত (উক্ত সময়ের মধ্যে যার জন্য যে মাস প্রযোজ্য) সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতা'র সরকারি অংশ (এমপিও) প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্র: (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শা:১৩/এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪ তারিখ: ০৬.৫.২০১০ খ্রি.।
(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শা:১৩/এমপিও-১২/২০০৯/২০৯ তারিখ: ৩১.৫.২০১০ খ্রি.।
(৩) অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৯.০০৭.১৫.৪০৪, তারিখ: ২১.১০.২০১৫ খ্রি।
(৪)

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানে যাচ্ছে যে, অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬.৫.২০১০ তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের জন্য রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ভড়ৃয়াপাড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

০২। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৩১.০৫.২০১০ তারিখের সূত্রোক্ত (২) স্মারকের মাধ্যমে গত ০৬.০৫.২০১০ তারিখের সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকটি অকার্যকর করা হয়।

০৩। ফলে (অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এমপিও তালিকা বাদ পড়ায়) উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৬৩৫৪/১৪ মামলা দায়ের করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত রিট মামলায় বিগত ১৩.১১.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায়ের শেষাংশে নিম্নরূপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-

"The respondents concerned are hereby directed to include the name of the said institution in the list of MPO for the financial year from 06.05.2010 provided it fulfills the requirements as stipulated in the "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা" ২০১০, (in short, the Janabal Kathamo, 2010)", within a period of 90 (ninety) days from date of receipt of the copy of the judgment and order.

০৪। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১৯২৭/১৫ দায়ের করা হলে তা ২০.০৮.১৫ খ্রি. তারিখে সময় তামাদির কারণে খারিজ হয়ে যায়। মহামান্য আপিল বিভাগের গত ২০.০৮.২০১৫ তারিখের আদেশটি নিম্নরূপ:

"The leave petition is out of time by 234 days but the explanations offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the petitions are dismissed as barred by limitation "

০৫। এর ফলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২১.১০.১৫ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হয়।

০৬। তদপ্রেক্ষিতে DTE কর্তৃক দুই দফায় (সেপ্টেম্বর/১৬ ও জুন/১৭) বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে এমপিওভুক্ত করা হয়। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের ১৩.১১.১৪ তারিখের আদেশে ০৬.০৫.২০১০ হতে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি উক্ত অর্থবছর হতে এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

০৭। পরবর্তীতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্তৃক ০৫.০১.২০ খ্রি. তারিখে শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুকূলে ০৬.০৫.২০১০ হতে মে/১৭ পর্যন্ত (উক্ত সময়ের মধ্যে যার জন্য যে মাস প্রযোজ্য) সময়ের বকেয়া বেতন ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, TMED বরাবর আবেদন করা হয়।

০৮। উল্লেখ্য, ভিন্ন নথিতে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাধীন ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজে কর্তৃক কোন আপত্তি উত্থাপন না করে অব্যাহতভাবে ০২ (চার) বছর বেতন ভাতা (এমপিও) প্রাপ্তির পর বকেয়া প্রাপ্তির আবেদন দেরীতে করার কারণে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধে করতে আইনগত বাধা আছে কী-না, সে বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন ও বিচার বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

০৯। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গত ০১.১২.১৯ তারিখের ১৬১ সংখ্যক পত্রমুলের সাথে সংযুক্ত ২৫.১১২.০৯ তারিখের ১০.০০.০০০০.১২৯.০৪.১২৪.১৯ নং নথিতে প্রদত্ত মতামতের উদ্ধৃতাংশ সংযুক্তক্রমে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য TMED অনুরোধ করা হয়। আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের অংশের শেষাংশ নিম্নরুপ:

"সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় পলিক্ষিত হয় যে, যেহেতু মাননীয় আপীল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীলসমূহ তামাদির বিলম্বজনিত কারণে খারিজ হয়ে গিয়েছে, সেহেতু মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/১৪ এর রায় অদ্যাবধি বহাল ও বলবৎ রয়েছে।

চলমান পাতা-০২

অত:পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিগত ২৩.০৫.১৭ তারিখে রিট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি করে আদেশ জারী করে। বিগত ২৩.০৫.১৭ তারিখে এমপিওভুক্ত আদেশটি ২৩.০৫.১৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে মর্মে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছিল।

মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/১৪ এর রায়ে রিট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে এমপিওভুক্ত করার নির্দেশনাসহ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি অংশের বেতন ভাতাদি প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। কিন্তু প্রত্যাশি বিভাগ রিট আবেনদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ২৩.০৫.১৭ তারিখে এমপিওভুক্ত করে, যা মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়নি।

এক্ষেত্রে বিবেচ্যপত্রে উল্লিখিত মতে রিট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ ০২ (দুই) বছর অব্যাহতভাবে এমপিওভুক্ত হয়ে বেতন ভাতা উত্তোলনের পর মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের আলোকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে বকেয়া বেতন ভাতাদি পাওয়ার আবেদন আইন দ্বারা বারিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

কাজেই মাননীয় আদালতের রায় অনুযায়ী প্রশাসনিক বিভাগ কর্তৃক ভূতাপেক্ষ অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত এমপিওভুক্তির সংশোধনী প্রজ্ঞাপন জারীক্রমে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/১৪ এর রিট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে বকেয়া বেতন ভাতাদি (এমপিও) পরিশোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সঙ্গত হবে।

এমতাবস্থায়, শিক্ষা মন্ত্রালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে এমপিওভুক্ত করার এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ভাতা (সরকারি অংশের) ঐ বছর হতে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে" মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

১০। যেহেতু আলোচ্য কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে দুই দফায় সেপ্টেম্বর/১৬ ও জুন/১৭ মাস হতে এমপিওভুক্তক্রমে বর্তমান এমপিও চালু আছে এবং যেহেতু মহামান্য হাইকোর্টের ১৩.১১.১৪ খ্রি. তারিখের আদেশে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ০৬.০৫.২০১০ হতে এমপিওভুক্তির নির্দেশনা রয়েছে এবং যেহেতু সরকার পক্ষে দায়ের করা লীভ টু আপীল নং-১৯২৭/১৫ মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে এবং যেহেতু আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ও বকেয়া প্রদানের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে সেহেতু রিট মামলার রায় অনুযায়ী এবং আইন ও বিচার বিভাগের সুস্পষ্ট মতামতের আলোকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে ০৬.০৫.২০১০ হতে মে/১৭ পর্যন্ত (উক্ত সময়ের মধ্যে যার জন্য যে মাস প্রযোজ্য) সময়ের বকেয়া বেতন ভাতা (এমপিও) প্রদান আবশ্যক।

১১। এমতাবস্থায়, রিট পিটিশন নং-৬৩৫৪/১৪ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ১৩.১১.১৪ তারিখে প্রদত্ত রায়/নির্দেশনা অনুযায়ী এবং আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বকেয়া প্রদানের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট মতামতের আলোকে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ভড়ুয়াপাড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট এর শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে ০৬.০৫.২০১০ হতে মে/১৭ পর্যন্ত (উক্ত সময়ের মধ্যে যার জন্য যে মাস প্রযোজ্য) সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতা'র সরকারি অংশ (এমপিও) বর্তমান বাজেট হতে প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে আগামী ২৭.০২.২০ তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

২৫/০২/২০

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। অধ্যক্ষ, ভড়ুয়াপাড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট, উপজেলা-পুটিয়া, জেলা-রাজশাহী ।
৭। মাস্টার কপি/অফিস কপি।